যুগান্তর

তারিখ ... 07 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

আদালতের হস্তক্ষেপে ২০ দিন পর ক্লাসে মালিহা-মানিউ

বিডিনিউজটোয়েন্টিফোরডটকম

স্কুল মাঠ নিয়ে বাবা কথা বলায় বরখাস্ত হওয়ার ২১ দিন পর আদালতের আদেশে রাজধানীর স্যার জন উইলসন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেল মালিহা মুসকান আহমেদ ও তার ভাই মানিউ আহমেদ। মালিহা ওই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। মানিউ পড়ে ক্লাস ওয়ানে। আদালতের আদেশে তারা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেলেও এখন তাদের আবার হয়রানির শিকার হতে হবে কিনা তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন বাবা-মা। ১০ মার্চ তাদের বহিষ্কার করা হয়েছিল।

দুই শিক্ষার্থীর বাবা মিনহাজ আহমেদ বৃহস্পতিবার বলেন, আজ স্কুলে গিয়ে প্রিন্সিপাল মির্জা টিএইচ বেগ ও ভাইস প্রিন্সিপাল সাবরিনা শহীদ হাফিজের সঙ্গে আমি ও আমার স্ত্রী মেরিনা জামান খান কথা বলেছি। তাদের বলেছি, প্রায় ২০ দিন ধরে মালিহা ও মানিউ স্কুলের ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। এছাড়া হাইকোর্টে রিট আবেদন করায় তারা আবার কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হবে না তো? তাদের ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হবে কিনা।' জবাবে তাদের 'আর কোনো সমস্যা হবে না' বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। কোনো সমস্যার কথা জানলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলেও জানিয়েছে।

মিনহাজ জানান, ১০ মার্চ তার ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে গেলে ওই স্কুলের অভ্যর্থনা কক্ষে থাকা এক কর্মী জানতে চান, স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কেমন হয়েছে। জবাবে তিনি বলেন, ভালোই। তবে স্কুলের মাঠটি এতই ছোট যে, সেখানে ঠিকভাবে খেলাধুলা করা যায় না।

এ সময় অভ্যর্থনা কক্ষের কর্মী বিষয়টি প্রকল্প পরিচালক এমএ রউফকে জানাতে বলেন। এ নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলার এক পর্যায়ে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে নিজেকে প্রকল্প পরিচালক পরিচয় দিয়ে কথা বলতে চান। এরপর মাঠ নিয়ে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পর ওই দিন বিকালেই স্কুল কর্তৃপক্ষের একটি চিঠি পান। তাতে তার দুই সন্তান আর এই স্কুলে পড়তে পারবে না বলে জানানো হয়েছিল। এরপর বিষয়টি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেও তখন কোনো সুরাহা না হওয়ায় আদালতের শরণাপন্ন হন মিনহাজ। 'স্কুল কর্তৃপক্ষের বহিষ্কারাদেশ চ্যালেঞ্জ করে ২০ মার্চ হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন তিনি। বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেন ও বিচারপতি একেএম সাহিদুল হকের বেঞ্চ বিষয়টির শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার এক আদেশে স্কুলে ওই শিশু দুটির নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ দিতে নির্দেশ দেন।